দামুড়হুদায় সড়ক উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন

দামুড়হুদায় প্রায় ৩৭ কোটি টাকা ব্যায়ে লোকনাথপুর টু কার্পাসডাঙ্গা ভায়া সুবলপুর ফেরিঘাট এবং দামুড়হুদা টু লক্ষীপুর হাঁট সড়ক উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় দামুড়হুদা স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে রাস্তার শুভ উদ্বোধন কালে এমপি আলী আজগার টগর বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার। এই রাস্তাটা হবে পাথরের রাস্তা। রাস্তাটি বাস্তবায়ন হলে এই অঞ্চলের মানুষের খুবই উপকার হবে। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেন। যার ফলস্বরূপ পাথরের রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। আমাদের জনম কেটে যাবে তার পরেও রাস্তার কিছু হবেনা। সময় তিনি উপস্থিত নেতাকর্মীদের মাঝে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী আহাম্মেদ সোনা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আয়ূব আলী স্বপন, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্র লীগের আহবায়ক রাসেল আহাম্মেদ, যুগ্ম আহবায়ক রায়হানুল ইসলাম রায়হান সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্র লীগের নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শুভ উদ্বোধনীতে দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ঈমান হাফেজ মাঃ মোঃ মামুনুর রশীদ।

দামুড়হুদায় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ

“শিশু বান্ধব শিক্ষা, স্মার্ট বাংলাদেশের দীক্ষা” এই শ্লোগান কে সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৪ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে।

দামুড়হুদা উপজেলা শিক্ষা অফিসের আয়োজনে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আবু হাসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ কামাল উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নূরুন্নবী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিনসহ উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

পরে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দিন।

চুয়াডাঙ্গায় দুর্বৃত্তদের অস্ত্রের কোপে জখম উথলী ইউপি চেয়ারম্যান হান্নান

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হান্নানের উপর আবারও হামলা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৮ মে) সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা-জীবননগর সড়কে আকন্দবাড়ীয়া আবাসন প্রকল্প পার হওয়ার পর এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

উথলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি মনিরুল ইসলাম মনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি আব্দুল হান্নান চাচা ব্যক্তিগত কাজ শেষে মোটরসাইকেলযোগে দর্শনা থেকে উথলী ইউনিয়ন পরিষদে আসছিলেন। পথিমধ্যে আকন্দবাড়ীয়া আবাসন পার হলে মোটরসাইকেলযোগে দুজন ব্যক্তি পিছন দিক থেকে এসে তাঁর পিঠে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি ভাবে পিঠে কোপ মারেন এতে করে তার পিঠে ৩০-৪০ টি সেলাই হতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে।। এতে তিনি রক্তাক্ত জখম হন এবং কোপ লাগা অবস্থায় মোটরসাইকেল চালিয়ে উথলী ইউনিয়ন পরিষদে চলে আসেন। ইউনিয়ন পরিষদের লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।’

ছাত্রলীগের কর্মী কৌশিক রহমান বলেন, ‘আমি চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আছি। প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে। অবস্থা খুব একটা ভালো না। তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।’
খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর, পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজি হাফিজুর রহমান হাফিজ, জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদসহ অন্যরা। ঘটনার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করতে কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৮ই ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখ রাত ১০টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে নিজ বাড়িতে ফেরার সময় দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হন আব্দুল হান্নান।

আলমডাঙ্গায় মিথ্যা অভিযোগে

সংবাদ সম্মেলন, প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

মিথ্যা অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করার প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছেন আলমডাঙ্গার ডাউকি গ্রামের হাসিবুল ইসলাম। তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবী করে তিনি আজ রবিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে হাসিবুল ইসলাম উল্লেখ করেন, তার প্রাক্তন স্ত্রী তার অকর্ম ধামাচাপা দিতেই মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে। প্রকৃত ঘটনা হলো গত ১ মাস আগে তাকে তিনি তালাক দিয়েছেন। কারণ হিসেবে উল্লেখ তার প্রাক্তন স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে তার দুলাভাইয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও কোন কথা না শুনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে থাকে।

গত ১৩ এপ্রিল পাঁচ দিনের জন্য তার পিতার বাড়ি বেড়ানোর কথা বলে কৌশলে আমার দেওয়া সাড়ে ৪ ভরি সোনার গহনাসহ শিশু সন্তানকে নিয়ে চলে যায়। কয়েকদিন পর তাকে বাড়ি ফিরে আসার কথা বললে সে জানায়,ছেলেকে একটি স্কুলে ভর্তি করেছে তাই আর ফিরে আসবে না। পারলে তালাক দিয়ে দিতে। পরে শ্বশুরের সাথে কথা বললে তিনি আমার কলেজপাড়ার বাড়িসহ জমি লিখে দিতে বলেন। এসব না মেনে আমি বাধ্য হয়ে তাকে কোর্টের মাধ্যমে তালাক নামা পাঠিয়েছি।

তিনি উল্লেখ করেন,তার নামে যে মিথ্যা যৌতুকের যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ আমি ১৪ বছর বিয়ে করেছি । ১০ বছরের একটি সন্তান রয়েছে। এতোদিন যৌতুকের দাবী করিনি, এখন তার দোষ গোপন করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ চাপানো হচ্ছে। যা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এছাড়াও মহিলা অধিদপ্তরের অফিস সহকারি হোসনে আরা পারভীন হাসু ও আমাকে নিয়ে যে কাল্পনিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। যা ভিত্তিহীন। তিনি আমার মায়ের বয়সি বড় বোনের মত। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।

এমতাবস্থায় কোন বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনার জন্য আহবান জানান তিনি।

[redacted]

[redacted]

ব্যবসায়ী, ইউনুস বলেন ফরিদপুর থেকে গরু কেনার উদ্দেশ্যে শিয়ালমারী পশুহাটে পৌঁছানোর পর তিনি হাটের একটি হোটেলে দুপুরের খাবার খান। এরপর অসুস্থবোধ করলে লোকজন তাকে হাটের মসজিদে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলেন। মসজিদে ঘুমিয়ে পড়ার পর ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার লুঙ্গির নিচে কোমরে কাপড়ের ব্যাগে থাকা নগদ ৪ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা।

এছাড়া গত সোমবার (২০শে মে ২০২৪) চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি পশুহাটের দিন অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে দেড় লক্ষাধিক টাকা হারিয়েছেন মহেশপুর উপজেলার জয়নাল আবেদীন। জীবননগর এলাকা থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানা গেছে।

প্রশাসন এবং হাট কর্তৃপক্ষ মনে করেন, অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের সম্পর্কে পশুহাটে আসা ক্রেতা-বিক্রেতাদের সচেতন হওয়ার বিকল্প নাই। শুধু ঈদের সময় না, সরাবছরই তাদের সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ঈদের হাট পুরোপুরি জমে উঠলে অজ্ঞান পার্টি সম্পর্কে হাটে আগত ক্রেতা-বিক্রেতাদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সচেতন করা হয়। বিতরণ করা হয় লিফলেট। কিন্তু অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা কৌশল অবলম্বন করে হাট জমে ওঠার আগে সক্রিয় হয়েছে। হাট কর্তৃপক্ষ জানান, ‘বেশিরভাগ সময় বিভিন্ন যানবাহনে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়েন গরু ব্যবসায়ীরা। হাটের দিনে এসব ঘটনা বেশি ঘটার কারণে দোষ হয় হাট কর্তৃপক্ষের। কারণ হাট এলাকা থেকে তাদেরকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তবে অনেক সময় হোটেলে খাবার খাওয়ার পরেও তারা অচেতন হয়ে যান। হাটের খাবার হোটেলের লোকজন অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের সাথে জড়িত আছে কি না এ বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি গরু ব্যবসায়ীদের নিজেদের সাথে থাকা লোকজন সম্পর্কেও তাদের সচেতন হওয়া উচিত।’

তবে এখন থেকে শুরু করে পবিত্র ঈদ-উল-আজহার শেষ হাট পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলার হাটের দিনগুলোতে অজ্ঞান পার্টি সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সচেতন করতে প্রশাসন ও হাট কর্তৃপক্ষের জোরালো ভূমিকা পালন করা উচিত। যদিও অন্যান্য বার ঈদের সময় অজ্ঞান পার্টির তৎপরতা রুখতে কঠোর ভূমিকায় পালন করে প্রশাসন ও হাট কর্তৃপক্ষ। তবে এবার এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।

আলমডাঙ্গায় ১০ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ২

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে দশ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে ঝিনাইদহ র্যাব ৬ এর সদস্যরা।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার দুই জন হলো-কুষ্টিয়া ইবি থানার আবদালপুর গ্রামের আকবার মন্ডলের ছেলে আরশাদ আলী মন্ডল (৬০) ও আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের সুজন আলী (৩৫)।

তারা দুজন উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পাইকারি ও খুচরা মাদকদ্রব্য সরবরাহ করে আসছিলেন বলে জানান র্যাব কর্মকর্তারা।

মামলার এজাহার সূত্রে জানাযায়, আজ শুক্রবার বেলা ১২ টার দিকে আসামিরা গাঁজা নিয়ে মধুপুর গ্রামের ব্যবসায়ী সুজনের বাড়িতে বিক্রয়ের উদ্দেশে অবস্থান করছে। এমন খবর পেয়ে সেখানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। র্যাবের উপস্থিত টের পেয়ে তাঁরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। র্যাব সদস্যরা তাদের ধাওয়া করে আটক করে। পরে তাদের দেওয়া স্বীকারোক্তিতে প্লাস্টিক ব্যাগে করে আনা দশ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গনি মিয়া বলেন, র্যাব সদস্যরা সংশ্লিষ্ট মামলার পর থানায় হস্তান্তর করেছে। আামীকাল শনিবার সকালে আদালতের মাধ্যমে তাদের জেল হাজতে পাঠানো হবে।

দর্শনায় ১ মাস মেয়াদী মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ প্রদান

দর্শনায় ১ মাস মেয়াদী মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ ও যাতায়াত ভাতা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে রামনগর মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংন্থা কার্যলয়ে এ সভা অনুষ্টিত হয়।

এ সভায় প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়নের উপপরিচালক মাসুম আহম্মেদ, তিনি মৎস্য চাষিদের মাঝে সনদপত্র বিতরন করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক জনাব গিয়াস উদ্দিন, মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ম্যানেজার মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ও কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় কেরুজ চিনিকলে ১০৪ জন স্থায়ীভাবে শ্রমিক-কর্মচারীরা নিয়োগ

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী। এ প্রতিষ্ঠানটি ৪ টি কমপ্লেক্স মিলে এ প্রতিষ্ঠানটি গঠিত।

এ প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী লোকবল সংকট থাকায় দীর্ঘ ১ যুগ পর ৫ টি চিনিকল মৌসুমী থেকে স্থায়ী করনের সুযোগ পায়। গত ১৪ মার্চ নীতিমালা তৈরি করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প

আউট ষ্টেশন ক্যান গার্ড আবুল কাশেম,চাকুরীর শেষ সময়ে স্থায়ী হলাম সাড়ে তিন বছর চাকুরি আছে তাতেও আমিও খুশি।
আউট ষ্টেশন ক্যান গার্ড শহিদুল ইসলাম

এল ডি সেটিংস ২৬ বছর পর, পদোন্নতি পেলেন, আতিয়ার রহমান, ১৪ বছর পর পদন্নোতি পেলাম।

মৌসুমি ক্রয় করনিক, শান্তি মিয়া, ১৪ বছর পর স্থায়ী পদোন্নতি পায়। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান মতিয়ার রহমান, ড্রাইভার, দীর্ঘ ১৪ বছর পর স্হায়ী হয়। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান, জাহাঙ্গীর, বদরুল, নৃরুল আমিন, রাজু আহম্মে মতিয়ার রহমান, জুবাইদা নাহার এ্যানি ও নাজেরা বেগমসহ ১৫/২০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে স্থায়ী করন করে।

তারা আরও বলেন, আমাদের অনেক দিনের কষ্টের ফসল,খেয়ে না খেয়ে ডিউটি করছি এখন আমাদের স্থায়ী হওয়াতে আমার সব কষ্ট দৃর হয়ে গেছে।

এ প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে প্রায় ১৪ শ শ্রমিক-কর্মচারী। এ সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী সহ এলাকার প্রায় ২০ হাজার পরিবারে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে এই প্রতিষ্ঠানটি। আইনি জটিলতার কারনে দীর্ঘদিন স্থায়ী নিয়োগ না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানির বিভিন্ন বিভাগে প্রায় দেড় শতাধীক শুণ্য পদ তৈরী হয়। এতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বিঘ্নিতসহ শ্রমিক-কর্চারীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় হতাশা।

প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক দিক বিবেচনা করে সকল আইনি জটিলতা কাটিয়ে চুয়াডাঙ্গা-২আসন সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সহ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের একান্ত প্রচেস্টায় ১০৪ জন শ্রমিক-কর্মচারীর স্থায়ীকরণ করে। এসমস্ত মৌসুমী শ্রমিক-কর্মচারীদের ভাগ্য পরিবর্তন হওয়ায় তাদের পরিবারের মাঝে বইছে উৎসবের আমেজ।

কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন বলেন, নিয়ম মাফিক প্রতিষ্ঠানে ১০৯ টি শুন্য পদের জন্য গত ১৩ ও ১৪ মে সকালে কেরু হাইস্কুলে শ্রমিক-কর্মচারীদের স্থায়ী নিয়োগ পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ নিয়োগ পরিক্ষায় প্রায় ২শ শ্রমিক কর্মচারী অংশ নেয়। পরে ওই দিনই যাচায়-বাচাঁয় করে চুড়ান্ত ভাবে ১ ০৯জনের স্থাায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়। সংশিষ্ট পদে লোক না থাকায় ৫ টি পদ বাকি রেখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ১০৪ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে স্থায়ী করণ করা হয়। গত ১৫ মে সকালে সদ্য স্থায়ী করণ শ্রমিক-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে। পরে সন্ধায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য

শিল্প কর্পোরেশন সচিব নিয়োগ স্থগিতে আদেশ দেন,তার আগেই শ্রমিক কর্মচারীরা যোগদান করে।

এ বিষয়ে শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ বলেন,আমরা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের অনুমোদনে আমরা এ স্থায়ী নিয়োগ সম্পর্ন করেছি।

এ বিষয়ে শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ বলেন,২০/২৫ বছর ধরে শ্রমিকরা চাকুরী করে যাচ্ছে তাদেন কোন পদোন্নতি হয়না। তাই সবার প্রোচেষ্টায় গত ১৫ মে ১০৪ জন শ্রমিককে স্থায়ী করন করা হয়েছে। স্বচ্ছতা না থাকলে যাদের ৭ মাস, কারও ২ বছর সাড়ে তিন বছর তাদের স্থায়ী হত না। এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তাদের অগ্র অধিকার দিয়ে এ স্থায়ী করনের নিয়োগ সম্পর্ন করা হয়েছে।

দামুড়হুদার কুমারীদহে রাস্তা ফ্লাটসোলিং কাজের উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠালতলা হতে কুমারীদহ গ্রাম অভিমুখে রাস্তা ফ্লাটসোলিং কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

জেলা পরিষদের অর্থায়নে জয়রামপুর কাঁঠালতলা হতে কুমারীদহ গ্রাম অভিমুখে ২৫ লাখ টাকা ব্যায়ে ৫১৩ মিটার রাস্তা ফ্লাটসোলিং হবে।

এ সময় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিার্মাণের বদ্ধ পরিকর।

তিনি আরও বলেন, আপনাদের চলাচলের সুবিধার জন্য যে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে তা চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাংসদ হাজি আলী আজগার টগর

মহাদয়ের জেলা পরিষদের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হলেও এ টাকা আমারও না এমপি সাহেবেরও না। এ টাকা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। সুতরাং আপনারা প্রধানমন্ত্রীর জন্য বেশী বেশী দোয়া করবেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের প্রধান প্রকৌশলী মোছা. আনিছা খানম, সহকারী প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সাদিক এন্টার প্রাইজের স্বত্তাধিকারী আব্দুল-আল-কাইয়ুমসহ স্থাানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন বাবুল আক্তার।

দামুড়হুদায় গরু কিনতে এসে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারালেন কৃষক

দামুড়হুদার ডুগডুগী পশুরহাটে গরু কিনতে এসে বাসের মধ্যে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব লুট হয়েছে এক ব্যক্তির। অজ্ঞান ব্যক্তিকে বাসের হেলপার ও কনট্রাকটর ধরাধরি করে কাঁঠালতলা বাজারে নামিয়ে দেয়।

আজ সোমবার দুপুর ১ টার দিকে এঘটনা ঘটে। অজ্ঞান ব্যাক্তি হলো ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার জিন্নাহনগর গ্রামের মকসেদ আলী’র ছেলে জয়নাল আবেদিন (৫০)। তিনি ডুগডুগী পশুহাটে গরু কেনার জন্য আসছিলেন।

স্থানীয় ও পারিবারিক সুত্রে জানাগেছে, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার জিন্নাহনগর গ্রামের জয়নাল আবেদিন গরু কেনার জন্য যানবাহন বাসে উঠে

দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি পশুহাটে আসছিলো। তার কাছে গরু কেনার জন্য নগদ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিলো। বাসের মধ্যে সুযোগ বুঝে

অজ্ঞান পার্টিরা কোন এক সময় লোক চক্ষুর আড়ালে জয়নাল আবেদিনকে অচেতন বস্তুদ্বারা অজ্ঞান করে লুঙ্গির ট্যার কেটে নগদ টাকা নিয়ে সটকে পরে। বাসের লোকজন অজ্ঞান দেখে তাকে কাঁঠালতলা বাজারে নামিয়ে দেয়। অজ্ঞান ব্যক্তির কাছে একটি বাটম ফোন ছিলো। ঐ ফোন দিয়ে স্থানীয়রা তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে। পরে তাকে পরিবারের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

এবিষয়ে তার ছেলে বলেন, আমার আব্বা গরু কেনার জন্য ডুগডুগি পশুহাটে এসেছিলো। হাটে আসার সময় আমার আব্বার সাথে আমি আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আব্বা বল্লো আমার সাথে লোকজন আছে তারা যাবে তোমার যেতে হবে না। আব্বা সুস্থ হলে জানাযাবে তার আসলে কি হয়েছিলো। সে অনুযায়ী পরবর্তীতে আইনের সাহায্য গ্রহণ করবো।